যুগান্তর

তারিখ 13 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মেডিকেলে বিদেশী শিক্ষার্থী

আশার কথা যে, বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে বিদেশী ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ বাড়িতেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রের খবর, দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রতি বৎসর মোট ৮০ জন বিদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইয়া থাকে। উহার মধ্যে সার্কভুক্ত সাতটি দেশের জন্য ৫০টি এবং নন-সার্কভুক্ত দেশের জন্য ৩০টি আসন রহিয়াছে। সার্ক বহির্ভূত দেশের ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতি বৎসর পরিশোধ করিতে হয় দুই হাজার মার্কিন ডলার। সার্কভুক্ত দেশের ছাত্রছাত্রীদের স্বল্প খরচে পড়াশুনার সুযোগ রহিয়াছে। কোটার বাহিরেও সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে প্রতি সেশনে ভর্তি হইতেছে কমপক্ষে সাড়ে তিনশত ছাত্রছাত্রী। ইন্টার্নি করিতেও ভিড় করিতেছেন বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকরা। শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ শীর্ষে থাকিলেও অন্যান্য মেডিকেল কলেজেও ভিড় করিতেছে তাহারা।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তির ফি বেশি। প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১৫-২০ লক্ষ টাকা। উহার পরও সাড়া মিলিতেছে আশাব্যঞ্জক হারে। স্বীকার করিতে হইবে, দেশে মেডিকেল ও প্রকৌশল শিক্ষার পরিবেশ অপেক্ষাকৃত উন্নত। খরচও উন্নত দেশের তুলনায় কম। সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত-পাকিস্তান বাদে সার্বিক বিচারে বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নত। সেই ক্ষেত্রে এই সকল দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হইবে বাংলাদেশের প্রতি, ইহাই স্বাভাবিক। অভিজ্ঞদের মতে, এইখানে হাতে-কলমে ভালো শিক্ষাদানের সুযোগ রহিয়াছে। প্রধানত ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল বেইজড পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয় মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে। হাসপাতালগুলিতে রোগী বেশি। রোগ-ব্যাধির বৈচিত্র্যও চোখে পড়িবার মতো। বিশেষত ট্রপিক্যাল বা উষ্ণমণ্ডলীয় অসুখ-বিসুখের চিকিৎসায় আমাদের সুনাম রহিয়াছে। এইখানে আছে আন্তর্জাতিক উদরাময় ও ম্যালেরিয়া গবেষণা কেন্দ্র। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলির শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দেশে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত হইতে পারে বৈকি। সকল দিক বিবেচনা করিয়া মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহ বোধ করিতেছে বাংলাদেশের প্রতি। এই সকল দেশের সহিত আমাদের দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি রফতানিরও অপার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্য অধিদফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে আরও সম্প্রসারিত করিতে উদ্যোগী হইতে পারে। এখনও মেধার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হইয়া থাকে সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে। এই ক্ষেত্রে শৈথিল্যের অবকাশ নাই। তবে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটাসহ সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যাইতে পারে। প্রয়োজনে সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে কেবল বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, যাহা হইবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করিতে পারিলে সুনাম বহিয়া আনিবার পাশাপাশি উহা হইবে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের একটি বড় খাত। উহাতে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাও হইবে উন্নত।